কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বুধবার রাজধানীর বসুন্ধরায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ত দান কর্মসূচি -যাযাদি

স্বেচ্ছায় রক্ত দিলেন নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীরা

যায়যায়দিন ১৭ জুলাই ২০২৫ বৃহস্পতিবার

■ যাযাদি রিপোর্ট

মুমূর্ষুর সেবায় স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেছেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বুধবার রাজধানীর বসুন্ধরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়েজ এন্ড গার্লস লাউঞ্জে মহিলা-পুরুষ আলাদা দুই ভেনুতে দিনব্যাপী রক্ত দান কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশাল সার্ভিসেস ক্লাবের সহযোগিতা ও জুলাই বিপ্লবী যুব সংগঠনের আয়োজনে এই কার্যক্রমে সহায়তা করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

বি পজিটিভ গ্রুপের আল শাহরিয়ার রশিদ (২৬) সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ছেন। এবারের কর্মসূচিতে তিনি রক্ত দান করেন। এটি তার দশমবারের দান। শুরু হয়েছিল ২০১৬ সালে অসুস্থ আত্মীয়ের প্রয়োজনে। এখন অন্যদের প্রয়োজনেও নিয়মিত রক্ত দান করে যাচ্ছেন। রশিদ বলেন, 'আত্মীয়ের দুঃসময়ে রক্তের গুরুত্ব আমি নিজেই দেখেছি।

● পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

NORTH SOUTH UNIVERSITY LIBRARY 1992

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তাই অন্যের প্রয়োজনে গ্রহীতাকে দেখি বা না দেখি দান করে যাই নিয়মিত।'

ক্যাম্পাসে রক্ত দান কর্মসূচির এই আয়োজনকে সুযোগ হিসেবে মনে করেন বিবিএ শিক্ষার্থী সাইমুনা আক্তার সোমা। তার রক্তের গ্রুপ বি পজিটিভ। রক্ত দান করে তিনি বলেন, 'অনেক সময় হুটহাট বাইরে কোথাও গিয়ে জরুরি রক্ত দিতে পারি না। ক্যাম্পাসে এমন আয়োজন আমার জন্য চমৎকার সুযোগ। রক্ত দিতে আমার ভালো লাগে। এটি অনেক বড় মানবসেবা।'

প্রতি বছরই স্বেচ্ছায় রক্ত দানের এমন আয়োজন করা হয় নর্থ সাউথে। এ বিষয়ে সোশাল সার্ভিসেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল হাসান শান্ত জানান, 'আমরা নিয়মিত এমন আয়োজন করে থাকি। এক-দুই দিনের ক্যাম্প ছাড়াও আমাদের প্রায় তিন-চার হাজার ডেটা রয়েছে। যেখান থেকে ডোনাররা বিভিন্ন সময় নিয়মিত রক্ত দান করে থাকেন।' তিনি আরো জানান, 'ব্লাড ক্যাম্পের মাধ্যমে যারাই রক্ত দান করেন, তাদের আমরা একটি করে সার্টিফিকেট দিচ্ছি। এ ছাড়া কোয়ান্টাম থেকে প্রত্যেক রক্ত দাতাকে পাচটি রোগের টেস্ট রিপোর্ট দেয়া হচ্ছে।'

রক্ত দাতা তরুণদের উদ্দেশে শান্ত বলেন, '২০০০ সালের পর জন্ম নেয়া তরুণরা কিন্তু পূর্বের তরুণদের তুলনায় বেশি সক্রিয়, বেশি সচেতন। রক্ত দানেও তরুণরা এখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেঅংশ নিচ্ছে। আজকের ব্লাড ক্যাম্পেও তরুণরা এগিয়ে এসেছে। যাদের বেশির ভাগেরই বয়স ১৯-২৬ বছরের মধ্যে।'

কোয়ান্টাম ব্লাড ক্যাম্পের প্রোগ্রাম অর্গানাইজার তুহিন দাস টিটো জানান,-'দিনব্যাপী এই ব্লাড ক্যাম্পে দেড় শতাধিক তরুণ রক্ত দান করেন।' এ জন্য নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জানান।

কোয়ান্টাম ব্লাড ক্যাম্পের কো-অর্ডিনেটর শেখ মোহাম্মদ ফয়সল আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'ব্লাড ক্যাম্পের যৌথ এমন আয়োজনের ফলে অসংখ্য মুমূর্ষু রোগীকে সেবার সুযোগ পাচ্ছি আমরা। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আমরা বিশ্বাস করি, তরুণদের হাত ধরেই আমরা একসময় আমাদের দেশের রক্তের অভাব পুরোপুরি মেটাতে পারব।'